মুজিব বর্ষেই মৌলভীবাজার পবিস শতভাগ বিদ্যুতায়িত

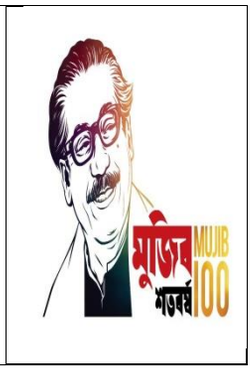

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাঙ্গালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখল, গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে স্বাধীনতার লাল সূর্যের রঙের সাথে মিশে আছে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা এবং বিপুল সম্পদ ক্ষতির মাশুল। বিশ্বের অন্য কোনো জাতি, অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এত ত্যাগের নজির ইতিহাসে বিরল এবং অনন্য।

একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বতন্ত্র দেশ পেয়েছি, আর তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। ২০২১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন হতে যাচ্ছে।

মহান স্বাধীনতা দিবসে বাংলার এ মাটি মুক্তির জন্য প্রাণ দেয়া ৩০ লাখ শহীদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালন করছে দেশবাসী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। দেশের সকল শহীদ বেদীগুলো ভরে উঠেছে শ্রদ্ধার ফুলে। মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা এ উপলক্ষে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন।

দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন **স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ-এ উন্নীত হয়েছে** এবং আমরা নিজেদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি। তাই কবি সুকান্তের ভাষায় 'শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়; জলে পুড়ে মরে ছারখার, তবুও মাথা নোয়াবার নয়।' বাঙালিকে কখনো দমিয়ে রাখা যায়নি বলেই বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল! সমৃদ্ধির অদম্য অগ্রযাত্রার পথে রয়েছে বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার কথা ধ্বনিত হচ্ছে আজ দেশের মাটি পেরিয়ে বিদেশের সকল স্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি গত কয়েক বছরে অর্জন করেছে, উন্নয়নের সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতঃমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে । তবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা, সততার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং আন্তরিকতার একান্ত প্রয়োজন। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অন্য কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর এই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করার জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তথা সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে আজ বাংলার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌছে দিয়ে গ্রামীন জনপথে সকলের মুখে হাসি ফুটানোর কাজে ব্রত রয়েছেন।

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ... গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)।"
জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় তারই সুযোগ্য কণ্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ট্রান্সফরমেটিভ লিডারশীপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এম পি; বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মহোদয়; বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস; বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক সচিব ড. সুলতান আহমেদ ও বাংলাদেশ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি দক্ষ ও সৃষ্টিশীল টীম গঠণ করতে পেরেছেন; যাদের সরাসরি নির্দেশনায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও দেশের শিল্প বিপ্লব ঘটানোর মহান প্রচেষ্টা হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) মহোদয়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও ২ স্প্যান লাইন বিনামূল্যে নির্মাণ করে শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সংযোগের হার পূর্বের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুন বৃদ্ধি পেয়ে দেশে শিল্প বিপ্লব সূচীত হয়েছে এবং বহুমুখী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সারাদেশের ন্যায় মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতেও এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই যুগান্তকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জোরালো ভুমিকা রাখছে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় সদর দপ্তরসহ ০৪টি জোনাল অফিস, ০১টি সাব জোনাল অফিস এবং ২৩ টি অভিযোগ কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমানে অত্র সমিতির মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮২ জন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত মহান সংবিধান মোতাবেক নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেষ হাসিনার মহতী উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসহ ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এ মহতী স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় দ্বারপ্রান্তে। ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৯৬ শতাংশ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই মহৎ ও বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এই মহতী কর্মকান্ডের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত ও আনন্দিত। মৌলভীবাজার পবিস-এর আওতাধীন ০৭ টি উপজেলা ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর ৪,০২,০৪১ জন গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন। বর্তমান সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ও মান সম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইতোমধ্যে ১৪ টি উপকেন্দ্র নির্মাণ করেছে যার মোট ক্ষমতা ২২৫ এমভিএ। বর্তমানে অত্র সমিতির বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ৯৫ মেঃওঃ। নিরবচ্ছিন্ন ও মান সম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কুলাউড়া সুইচিং স্টেশন ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় একটি সুইচিং স্টেশন নির্মাণাধীন আছে। এছাড়াও মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ, বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় একটি করে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

অত্র পবিসের জেনারেল ম্যানেজার জনাব জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সমিতির প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একান্ত নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সকল গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুতের সুবিধা পৌছে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সবার প্রতি। মৌলভীবাজার পবিস ইতোমধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উপলক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ হাতে নিয়েছে :

০১. 'মুজিববর্ষ'-কে 'সেবা বর্ষ' হিসেবে পালন করা;

০২. শতভাগ বিদ্যুৎতায়ন নিশ্চিত করা : **"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই প্রতিপাদ্যকে অনুসরণ করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান** মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) মহোদয়ের বলিষ্ট নেতৃত্বে **মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন ০৭ (সাত) টি উপজেলা ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অত্র সমিতির আওতাধীন ০৭ টি উপজেলায় ৯০৫৮ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে ৪,০২,০৪১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।**

০৩. **"আলোর ফেরিওয়ালা" : দূর্নীতিমুক্ত ও হয়রাণীবিহীন সংযোগ প্রদান ও গ্রাহক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে অত্র পবিস কর্তৃক "আলোর ফেরিওয়ালা" কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে গ্রামের সাধারণ গ্রাহকদের দোরগোড়ায় গিয়ে সংযোগের আবেদন গ্রহণ, ওয়্যারিং সম্পন্নকরণ, জামানত গ্রহণ পূর্বক সংযোগ প্রদান কাজ চলমান রয়েছে। স্বল্প সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত।**

০৪. দুর্যোগে আলোর গেরিলা : আলোর গেরিলার মাধ্যমে **গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং স্বল্প সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনের লক্ষ্য নিয়ে অত্র পবিস কর্তৃক বিগত ০১ (এক) বৎসর যাবত ৪২ টি আলোর গেরিলা টীম গঠণের মাধ্যমে** গ্রাহক প্রান্তে প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্য নিয়ে সকলকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে **কাজ করে যাচ্ছে।**

০৫. গ্রাহক সেবায় উঠান বৈঠক করা ;

০৬. 'আমার গ্রাম - আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;

০৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি জোরদার করা;

০৮. 'তারুণ্যের শক্তি - বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;

বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এই এগিয়ে যাওয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা সকলে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো বেশি অবদান রাখি এবং দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক, মহান স্বাধীনতা দিবসে- এই হোক আমাদের সকলের অংগীকার।